বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা গত জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০১০ সময়কালের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক গত ২২ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিঅনুদানের চেক প্রদান করেন|

গত জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্তবাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কিস্তিতে ৩০৭টি এনজিও-কে চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা

পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেক গুলো হস্তান্তর করেন|

ইভটিজিং প্রতিরোধে সমাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে সমাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি' কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাল্টি পারপাস সোসিও-ইকনোমিক ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এমসিডা)| চায়ের রাজধানী খ্যাত, দুটি পাতা একটি কুড়ি ও চির সবুজের দেশ সৌন্দর্য্যের স্বর্গপুরী মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে|

সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু নারীকে উত্যক্তকরণ বা ইভটিজিং| ইভটিজিং নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার তীব্র একটি বহিঃপ্রকাশ| আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির অভাব, সমাজে নেতিবাচক মনভাব, সচেতনতার অভাব, আইন প্রয়োগের অভাব ইত্যাদি কারণে ইভটিজিং হচ্ছে| একটি তথ্যে জানা যায় ২০০৮-২০০৯ বছরের তুলনায় বর্তমান সময়ে ইভটিজিং প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে| বহু স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীরা অকালে তাদের শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে যেতে বাধ্য হচ্ছে| ইভটিজিং এর নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে| পত্র-পত্রিকার পাতা খুললেই এর ভয়াবহ রূপ চোখে পড়ে| এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন সচেতনতার মাধ্যমে সমাজিক মূল্যেবোধ বৃদ্ধি করতে হবে| সহযোগী সংস্থা 'এমসিডা' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ কাজটিই শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে|

ইভটিজিং প্রতিরোধের জন্য প্রশাসন, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাংবাদিক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে ৬০ জনের ১টি ওয়ার্কশপ করা হয়| এতে স্থানীয় পর্যায়ে ইভটিজিং এর বর্তমান অবস্থা ও প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করা হয়| অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ৩০টি অভিভাবক সভা করা হয় যাতে প্রায় ৬০০ জন অভিবাবক অংশগ্রহণ করেন| সভায় সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মনোযোগ ও পরিবারের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়| ইভটিজিংকে উৎসাহিত করে এমন উগ্র সাজগোজ, সেল ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার, ছাত্রীদের উগ্র পোশাক পরিধান ও চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়ে অভিবাবকদের সচেতন করা হয়| অভিবাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইভটিজিং এর উৎস সমূহ পারিবারিকভাবে প্রতিরোধ ও সমাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করাই এ সব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য|

সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক মূল্যোবোধ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১০টি হাই স্কুল ও ৩টি কলেজ এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বিশেষ মিটিং করা হচ্ছে| জীবন দক্ষতা বিষয়ে

শিক্ষা ও ইভটিজিং বন্ধে সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য|

বিনোদনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইভটিজিংয়ের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, মেলা, উৎসব, মঞ্চ ইত্যাদিতে দলীয়ভাবে জারি/বাউল গান পরিবেশন করা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বিল বোর্ড স্থাপন, দেয়াল লিখন এবং সাইনবোর্ড, লিফলেট, ষ্টিকার ইত্যাদি বিতরণ মাধ্যমে ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে|

'এমসিডা-র' এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইভটিজিং-এর হার কমার পাশাপাশি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে| ফলে স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমবে এবং নারীর উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে| তাছাড়া নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা কমবে এবং সমাজ জীবনে পরিবর্তন আসবে|

দিন বদলে দুই বোন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পিপলস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ‘সেলাই প্রশিক্ষণ’ কর্মসূচি থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন দুই বোন স্বপ্না ও শামসুন নাহার|

কুমিল-া জেলার লাকসাম উপজেলার ১নং বাকই ইউনিয়নের বিজরা গ্রামের অধিবাসি তাঁরা| তাঁদের ৬ বোন ও ২ ভাইয়ের বড় সংসার| অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় শামসুন নাহার বর্তমানে ২টি সন্তানের মা| বিয়ের পর বেশীর ভাগ সময় বাবার বাড়ীতে থাকেন| কারণ, স্বামী সামান্য যা আয় করে তাতে স্ত্রীকে ভরণ পোষণ সম্ভব হয় না| মা-বাবা সহ মোট ১২ জনের সংসার তাদের| বাবা দিন মজুর, মা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে| অভাবের তাড়নায় সংসারের চাকা ঘুরে না | এক বেলা খায় তো অন্য বেলা উপোস থাকতে হয়| স্বপ্না ও শামসুন নাহার সংসারের বড় দুই মেয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে| পুরুষ শাসিত এ সমাজে অন্যের বাড়ীতেও কাজ করা দায়|

তাঁরা দু’জন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দু’মাস ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন | সাফ্যলের সাথে

প্রশিক্ষণ শেষে দু'বোনকে দেয়া হয় বিনা মূল্যে ২টি বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন| কিছু টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর পার্শ্বে দু'বোন মিলে দোকান করেন যার নাম সাথী টেইলার্স| বর্তমানে ঋণের টাকা পরিশোধ করে তাঁদের নিজস্ব তহবিল আছে ৪০,০০০/- টাকা| তাঁরা বাড়ীতে টিনের ঘর করেছেন যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১,০০,০০০/- টাকা|

স্বপ্না ও শামসুন নাহার দেখতে থাকেন সুন্দর জীবন, বেঁচে থাকার অবলম্বন| ধীরে ধীরে গ্রাম, পাড়া ও মহল-য় ছড়িয়ে পড়ে স্বপ্না ও শামসুন নাহারের সুনাম ও খ্যাতি| বাড়তে থাকে তাদের দোকানের আয় ও পুঁজি| দু' বোন গড়ে মাসে আয় করেন প্রায় ১০,০০০/- টাকা| মাকে অন্যের বাড়ীতে কাজ করা বন্ধ করে দেন, বাবাকে অধিক পরিশ্রম কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন এবং ভাই-বোনদেরও লেখা পড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেন তাঁরা| শামসুন নাহরের স্বামীও এখন তাঁদের দোকানে সহযোগীতা করছেন|

এমনিভাবে জীবনের কঠিন পথকে অতিক্রম করে অভাবকে পিছনে ফেলে সুন্দর জীবনের দিকে ছুটছেন স্বপ্না ও শামসুন নাহার| সময়ের পালা বদলে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় | ঘুরে দাঁড়ায় স্বপ্না ও শামসুন নাহার, সফল ও সংগ্রামী দুটি নারী| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় দু'টি সেলাই মেশিন একটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করেছে যা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত|

খরগোশ পালন কর্মসূচি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় 'জালালনগর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জেএনডিপি)' ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তথা অবহেলিত আদিবাসী, স্বামী পরিত্যাক্তা, দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে| যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, অসংগঠিত, সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী| এ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যে সংস্থাটি 'খরগোশ পালন ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প' বাস্তবয়নে কাজ করছে|

আমাদের শরীরে প্রোটিনের অভাব পূরণে মাংসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক| এ প্রয়োজন মেটাতে খরগোশের মাংস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে| খরগোশের মাংসে প্রচুর প্রোটিন আছে| খরগোশের মাংস হার্টের রোগীদের জন্য খুবই উপকারী|

'জেএনডিপি' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় মুক্তাগাছা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের প্রায় ১৫টি গ্রামে "খরগোশ পালন ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে| সংস্থাটি অত্র ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে দুই কিস্তিতে মোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) অনুদান পেয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ২১০ জন দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের প্রত্যেককে বিনা মূল্যে ২টি করে খরগোশ প্রদান এবং খরগোশ পালন ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে|

এরই ধারাবাহিকতায় কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে গত ১০/১১/২০১০ খ্রীঃ তারিখে সংস্থার অনুকূলে তৃতীয় কিস্তির ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে| কর্মসূচির আওতায় তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রত্যেক ব্যাচে ৩০ জন দরিদ্র মহিলাকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু সম্প দ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডঃ আবিদুর রেজা এবং পশু সম্প দ কর্মকর্তাসহ সকলের সহযোগিতায় সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে| "জেএনডিপি" 'খরগোশ পালন ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প' বাস্ত বায়ন মাধ্যম প্রায় ২১০টি পরিবারের ২১০ জন অসহায়, দুঃস্থ, সুবিধা বঞ্চিত মহিলার আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে| ২টি খরগোশ থেকে এখন তাদের এক একজন ৮/১০ টি খরগোশের মালিক | খরগোশের বাচ্চা বিক্রি করে তারা বাড়তি আয় করছে| খরগোশের মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহারে এখনও তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি তবে অনেকে ঔষধ হিসেবে খরগোশের মাংস খাচ্ছেন| তবে বলা যায় আরও ব্যাপক ভাবে খরগোশ পালন শুরু হলে মানুষ নিয়মিত এর মাংস খাবে|

উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন উপকারভোগী মহিলারা বাড়ীতে থেকে বাড়তি আয়ের সুযোগ পেয়েছে| উপকারভোগীরা তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়া-শোনার খরচ যোগাতে পারছে| ফলে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে| তাছাড়া প্রকল্পের আওতাধীন খরগোশ পালনকারীদের দেখে অনেকেই খরগোশ পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে| এর ফলে মুক্তাগাছা উপজেলার লক্ষ্মীখোলা গ্রাম এখন “খরগোশ পল-ী” নামে পরিচিতি পেয়েছে| “জেএনডিপি”- এর “খরগোশ পালন ও মাংস উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প” বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে দুঃস্থ পরিবারগুলোর দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করা যায়|

আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানের অর্থে যশোর জেলার মনিরামপুর থানার ‘সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (সার্ক)’ এলাকার আর্সেনিক প্রতিরোধে ‘আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে|

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ০২/১২/২০০৬ থেকে ১৮/০৮/২০১০ পর্যন্ত মোট ৪টি কিস্তেতে ৭ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটি যশোর জেলার মনিরামপুর থানার ২নং কাশিমনগর ও ৩নং ভোজাগাতি ইউনিয়নের মোট ২০টি গ্রামে আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে| তাছাড়াও এনজিওটি গ্রামের সব গুলো নলকূপের পানি পরীক্ষা করেছে এবং মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক যুক্ত নলকূপে (দ্ধ) লাল চিহ্নিত এবং সহনশীল মাত্রার নলকূপে (+) সবুজ চিহ্নিত করেছে| পরবর্তীতে অতি মাত্রায় আর্সেনিক ও আয়রনযুক্ত নলকূপের সথে অওজঋ (অৎংবহরপ ্ ওৎড়হ জবসড়াধষ চষধহঃ) স্থাপন করা হয়েছে| এপর্যন্ত ৭২টি নলকূপে অওজঋ স্থাপন করা হয়েছে যার উপকারভোগী প্রায় ৪০০টি পরিবার বা প্রায় ৪০,০০০ জন| এখনো ৫টি গ্রামে নলকূপ পরীক্ষার কাজ চলছে| পরীক্ষা শেষে আর্সেনিকযুক্ত নলকূপে আরও ৩০টি অওজঋ স্থাপন করা হরে|

অওজঋ তৈরী করা হয়েছে এমন প্রতিটি বাড়ীতে এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকদেরকে অওজঋ ব্যবহার ও পরিচর্যা পদ্ধতি সম্পর্কে শিখানো হয়েছে এবং আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়েছে| অত্র সংস্থার এমনই যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নে এলকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছে| এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার ও আয়রনের প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছে| বিশেষ করে আর্সেনিকোসিস একটি মারাত্মক রোগ যা থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে| উপকারভোগীরা সংস্থাটির ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সাফল্য কামনা করেছে|

জেলখানার মহিলা কয়েদি/হাজতি ও দুঃস্থ নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কুষ্টিয়া জেলার ‘মহিলা উন্নয়ন সমিতি’ কুষ্টিয়া কারাগারে ও ৪টি গ্রামে মহিলাদের ব-ক, বাটিক, সেলাই ও নকশী কাঁথা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| তাছাড়া সংস্থাটি অত্র ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইভটিজিং প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা প্রতিরোধ, এইচআইভি/ এইডস বিষয়ে সচেতনতা ও সজনে গাছের পাতার উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার কাজ করে যাচ্ছে|

মহিলা উন্নয়ন সমিতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ৩টি কিস্তিতে মোট ৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটি ৫টি কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে| ২টি স্কুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি গ্রাম কেন্দ্র ও কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে ১টি কেন্দ্র চালু আছে| প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৩১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে| তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে| কেউ কেউ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে| তারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের পোশাক তৈরী করছে| প্রশিক্ষণার্থীরা পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভুমিকা রাখছে|

সংস্থাটি জেলখানার সাধারণ ও সাজা প্রাপ্ত বন্দীদের সেলাই, ব-ক ও বাটিকের কাজ শেখাচ্ছে| এ কাজে সংস্থাটি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে| ২জন মহিলা বন্দী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাদের ২ জনকে ২টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে| জেল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, জেল খানায় প্রশিক্ষণের ফলে কয়েদি ও হাজতিরা ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকবে|

সংস্থাটি সচেতনতা মূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করছে| ইভটিজিং, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ে যুব সমাজকে নিয়ে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ও সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ক লিফলেট পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে|

নিরাপদ সড়ক

প্রতিনিয়ত হাজার হাজার শিশু-কিশোর সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে| এর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ঘটছে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা| নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীর কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছে| বরণ করেছে পঙ্গুত্ব| শিক্ষা লাভের আশায় মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় যাতায়াত করে, তাদের জীবনে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থয়ানে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার সোস্যাল এসোসিয়েশন ফর ডেভেলেপমেন্ট অব বাংলাদেশ (সাদ-বাংলাদেশ) বর্তমানে ভৈরব থেকে কাটিয়াদি পর্যন্ত "সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা কর্মসূচি" বাস্তবায়ন করছে| এরই অংশ হিসেবে ভৈরব, কুলিয়ার চর, বাজিতপুর ও কাটিয়াদি উপজেলাধীন মহাসড়ক পার্শ্ববর্তী দুই পাশের মোট ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে|

সংস্থাটি সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ভৈরব-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের দুই পাশে জরিপের মাধ্যমে ৫০০ গজের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কিন্ডার গার্টেনকে নির্বাচন করত প্রচারণার কাজ শুরু করে| কর্মসূচির অধীনে কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মী ০৬ জন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র/শিক্ষক ২০ জন অর্থাৎ মোট ২৬ জনকে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| ছাত্র-ছাত্রীদের আইন কানুন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সহজ বোধ্য ভাষায় রঙ্গীন ও আকর্ষণীয় ফ্লিপ চার্ট (আইইসি উপকরণ) প্রকাশ করা হয়| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবী নিয়মিত ক্লাসের শেষে ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন| তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ক লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে|

ব্যাপক আকারে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভৈরব উপজলাধীন শম্ভূপুর গাজীরটেক ও উপজেলা সীমানায় এবং কটিয়াদি উপজেলাধীন উজানচর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা সচেতনতা বিষয়ক বড় বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে|

পথচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও বাস যাত্রীবৃন্দ বিলবোর্ড গুলো দেখতে পারেন| শিক্ষার্থীদেরকে দুর্ঘটনাজনিত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার কিট বক্স প্রদান করা হয়েছে| কর্মএলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক ৬,০০০ স্টিকার ও ১৫,০০০ ক্লাস রুটিন প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় স্থানীয় সংগঠনটির এ ধরনের একটি ব্যতিক্রমী অথচ সময়োপযোগী কার্যক্রম এলাকায় সমাদৃত হয়েছে| এলাকার সুধীজনের মতে এ কর্মসূচির ফলে যথেষ্ট উপকার হয়েছে| এলাকায় পূর্বের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনা অনেক কমেছে এবং মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সচেতন হয়েছে|

জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চুলা

দূষণ মুক্ত পরিবেশ গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পটুয়াখালী ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও) মাটি বা ইটের তৈরী ব্যয় সাশ্রয়ী উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে| সেজন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডশন আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করেছে | সংস্থাটি অত্র ফাউন্ডেশন থেকে দুই কিস্তিতে মোট দুই লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার দশমিনা ও বেতাগী উপজেলার সানকিপুর ইউনিয়নে উন্নত চুলা তৈরী ও বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে| প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটির ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে উন্নত চুলা তৈরী করে বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে এবং অন্যদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| ফলে প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হচ্ছে| এ পর্যন্ত ১২৮টি চুলা তৈরী করেছে যার উপকারভোগী প্রায় ১,০০০ মানুষ|

উন্নত চুলা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা গৃহস্থালির বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা, নিউমোনিয়া, এলার্জি, এ্যাজমা, যক্ষা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবে| বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গে-াবাল এন্ড রিজিওনাল বারডেন অফ ডিজিজ রিপোর্ট (২০০৪) অনুযায়ী জলন্ত কাঠ, পশুর গোবর এবং অন্যান্য জৈব জ্বালানী হতে সৃষ্ট গৃহস্থিত বায়ু দূষণের তীব্র শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সংক্রমণে উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর আনুমানিক ১০ লাখ

শিশু মারা যায়| বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ পরিবার রান্নার জন্য কাঠ, গোবর ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল| আর এই পরিবারগুলো উন্নত পরিষ্কার জ্বালানীর আওতায় চলে আসবে, সে সম্ভবনাও কম | কারণ, এর দাম অত্যন্ত চড়া ও রক্ষাণাবেক্ষণে অসুবিধা রয়েছে|

মা ও শিশুর মারাত্মক স্বাস্থ্য হুমকি মোকাবেলার জন্য লাগসই প্রযুক্তি হলো উন্নত চুলা, যা স্থানীয় উপকরণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব| উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলে কৃষি, স্বাস্থ্য, আর্থিক সাশ্রয়, বনায়ন, সময় ও সামাজিক পরিবর্তন আসবে| তিন ভাগের বেশী কাঠ সাশ্রয়ী হবে যা বনভূমি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে| রান্না ঘরে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় না| বিশেষ চিমনীর মাধ্যমে ধোঁয়া বাইরে বের করে দেয়া হয়| ফলে ঘর গরম হয় না এবং ঘরের ছাদ ও রং নষ্ট হয় না| গৃহিনীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, অগ্নি দূর্ঘটনা হয় না বললেই চলে| হাঁড়ি-পাতিলে কম ময়লা হয় | ফলে রান্নাঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে| শিশুরা সর্দি কাশি ও ধোঁয়াজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে|

আমাদের ৫টি মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল স্বাস্থ্য, প্রতি বছর দরিদ্র পরিবার গুলো চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে| ফলে তারা তাদের দৈনন্দিন খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে না| এই চুলা ব্যবহারে তারা বায়ু ও ধোঁয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষা পাবে যা তাদের চিকিৎসা খরচ কমিয়ে আনবে ও দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখবে|

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহাতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার 'কামারখন্দ পল-ী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)' নামক এনজিওটি| সংস্থাটি ২০০৭ সাল থেকে ৪ কিস্তিতে ৭ লক্ষ টাকার অনুদান গ্রহণ করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা হিসেবে কিছু নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| সংস্থাটি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে|

সংস্থাটি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির মধ্যে ছাগল ও ভেড়া বিতরণ, শারিরীক প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ যেমন-ক্রাচ, সাদা ছড়ি, ওয়াকার, হুইল চেয়ার বিতরণ, মৎস্য চাষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করেছে|

সংস্থাটি এ পর্যন্ত ৮০ জন প্রতিবন্ধীকে ছাগল ও ভেড়া প্রদান করেছে| এদের বেশী ভাগেরই নিজেদের কাজ করার ক্ষমতা নেই| তাই তাদের অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন ছাগল ও ভেড়া গুলো দেখাশুনা করে| ছাগল ও ভেড়া গুলো বংশ বৃদ্ধি করে একটি থেকে ২/৩ টি হয়েছে| কয়েকজন উপকার ভোগী ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চাগুলো বড় করে বাজারে বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়েছে|

সংস্থাটি ৬০ জন প্রতিবন্ধীকে বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ বিতরণ করেছে এর ২০ জন শরীরিক প্রতিবন্ধীকে ক্রাচ ও ২০ জন অন্ধ প্রতিবন্ধীকে সাদা ছড়ি প্রদান করা হয়েছে| ২০ জনকে অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়েছে| উপকারভোগীদের মধ্যে আছে শ্রবণ, দৃষ্টি, শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী| বিএনএফ-এর আর্থিক সহায়তায় ০৭ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে| বিএনএফ-এর সহায়তায় সংস্থাটি প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে| বর্তমানে উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রে ৯০ জন হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে|

প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদেরকে বিনা মূল্যে উপকরণ (বই, খাতা, পেন্সিল, বসার চট, স্লে-ট ও কলম) সরবারাহ করা হয়| স্থানীয় অভিভাবকরা এই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্প র্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক কে অন্তর্ভুক্ত করত ১৭ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৬১৫টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ

করা হয়েছে | তন্মধ্যে ৪৯টি সহযোগী সংস্থা দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৬১৫টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে|

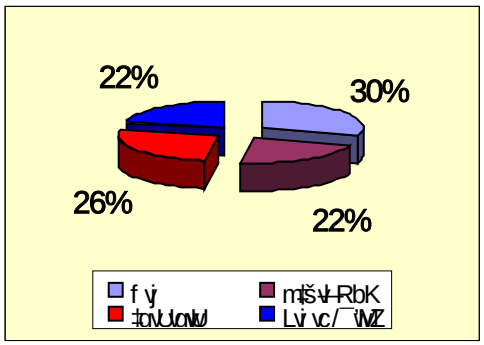

wPÎ: cwiex¶Y mswk-ó

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫০তম সভা

গত ০৭ অক্টোবর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৪৯তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্ত বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৫০তম সভায় ফাউন্ডেশনের ২০০৯-২০১০ অর্ধ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কেবল বাংলা ভাষায় প্রণয়নের জন্য কনসালট্যান্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কুমিল-া জেলা সফর

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান কুমিল-া জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস কর্তৃক ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি অনুদানের বাস্তবায়িত "নবযুবতীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের বয়স্ক শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে ২য় প্রকল্পের ২৭ জন মহিলা উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং ১২ জন হতদরিদ্র মহিলাকে বিনামূল্যে ১২টি সেলাই মেশিন প্রদান করেন| সভাপতিত্ব করেন জনাব এবিএম গোলাম মোস্ত ফা, এমপি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিব, চেয়ারম্যান, সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও প্রধান উপদেষ্টা, দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস|

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশি-ষ্ট প্রশিক্ষণ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক “নবযুবতীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে মহিলা উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন|

দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস দারিদ্র বিমোচনে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪২ জন মহিলা উপকারভোগী সদস্য কে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছে|

অনুষ্ঠান শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবিদ্বার উপজেলার বারেরা গ্রামে দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর স্থানীয় ও প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগী সদস্যদের তৈরি পোষাক দেখেন| ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর প্রধান উপদেষ্টা, জনাব এবিএম গোলাম মোস্তফা এমপির সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন| এমপি মহোদয় তাঁকে দেশ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর কার্যক্রম সম্প র্কে অবহিত করেন এবং ভবিষ্যতে অনুদান বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন|

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিওসমূহ দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে যাতে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে| সহযোগী এনজিও গুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্প ন্ন| সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদেরকে হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনা, গড়হরঃড়ৎরহম ` ঊাধষঁধঃরড়হ, ঙৎমধহব্লধঃরড়হধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ` গধহধমবসবহঃ এবং ঙৎরবহঃধঃরড়হ ড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চধপশধমব ` ডধু ড়ভ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ বিষয়ের উপর এযাবৎ ১৮০০ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| গত ২৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার ১৭৫ জন প্রধান নির্বাহীকে গড়হরঃড়ৎরহম ` ঊাধষঁধঃরড়হ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে|

চিত্র: তদারকী বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদেরকে সনদ বিতরণ করা হচ্ছে|

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন|

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় ঃ মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২|

ফোনঃ 88-02-9888116, 9880230, 9883139, ফ্যাক্সঃ 88-02-8837149, ই-মেইল: bnf@bdmail.net ওয়েব সাইট: www.ngofoundation.org.bd